দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. 2 1 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

102

বুয়েটের এই সঙ্কট কাটবে কবে?

আবদুল মতিন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথাটি অতি ব্যবহারে জীর্ণ হলেও এর সত্যতা একবিন্দু কমেনি। এ দেশে যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পান তাঁরা সত্যিই খুব সৌভাগ্যবান। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা পাঠ নিতে পারেন তারা তাদের জীবনটাকে অনেক জ্ঞান-গরিমার আলোকে নিজের মতন করে গড়ে তুলতে পারেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা মানতে হবে যে, পঞ্চাশের দশকে, এমনকি ষাটের দশকেও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় রীতিমতো জ্ঞানচর্চা হতো। তখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক না কেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দেশকে অসংখ্য আলোকিত মানুষ উপহার দিয়েছে। আর তাইতো একদিন রূপক অর্থে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' *(Oxford of the East)* নামে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের ২৮ বছরে এসে আমরা কি দেখছি? গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন মাঝে মাঝে অগ্নিগর্ভ হয়ে পড়ে। তখন সারা সমাজের লোক উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সেই ষাটের দশকে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের আমলে 'ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন' (এনএসএফ)-এর দোর্দণ্ড প্রতাপের সময়ে হঠাৎ করে তাদের এক নেতা পাঁচপাত্তু হত্যার মধ্য দিয়ে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হলো এই বিশ্বনন্দিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে। আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ই বাংলাদেশের সকল আন্দোলন যথা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, '৬২-র আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১১ দফা প্রভৃতি আন্দোলনে অবদান রাখে সর্বাধিক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাহীন অবদান আজও ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। তাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনে সবচেয়ে বেশি রত্ন উপহার দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আমাদের আর একটি গর্বের ধন— বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট)। দেশ জুড়ে সাম্প্রতিককালে যখন অনিয়ম-অরাজকতার এক সর্বগ্রাসী ঢেউ চলছিল, সেই সময় সমুদ্রে বাতিঘরের মতো জাগ্রত ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়টা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য দেশবাসীর, সেই বুয়েটই একদিন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। সেই তারিখটি ছিল ২৮এপ্রিল। বুয়েট বন্ধের ঘটনাটিতে সারা দেশে ব্যাপক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। দেশের মূলধারার সমস্ত সংবাদপত্রগুলোও এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন লেখালেখিতে ব্যক্ত করে। তেমনি একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য করে যে ২৮ দৈনিক প্রথম আলো। 'বুয়েট এখনও বন্ধ'/'শাস্তির বিকল্প নেই। মানবিক সম্পর্কও বাড়াতে হবে'– এ শিরোনামে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, "একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এপ্রিলের ২৮ তারিখে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর আজও খোলেনি। কর্তৃপক্ষ অপরাধী ছাত্রদের শাস্তি দিয়ে তার পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে চায়। ক্লাস খোলা অবস্থায় শাস্তি দিতে গেলে ছাত্রবিক্ষোভের আশঙ্কার কথা বিবেচনা করেই কর্তৃপক্ষ হয়ত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ এপ্রিলের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে এবং এই কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতেই নিয়ম অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দেবে। এসব ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই।

একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলে না। গত ৩০/৪০ বছরে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দিয়ে অবক্ষয়ের অনেক ঝড় বয়ে গেছে, যা আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ই একটা বড় ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এসব অবক্ষয়ের ঝড়ো বাতাস প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে যে স্পর্শ করতে পারেনি, তার মূল কারণ এই প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক সব ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলতাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, শিক্ষার মান বজায় রেখেছে। এ কারণে সারা দেশে এই একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গর্বভরে তার সুখ্যাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" জনকণ্ঠেও ১৯ মে তারিখে 'বুয়েট খোলার ব্যবস্থা হোক' শিরোনামে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই লেখার সারমর্ম ছিল– সকল জটিলতার সমঝোতাপূর্ণ সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি ঠিক রেখে বুয়েট খোলার ব্যবস্থা করা। দেশের প্রায় সকল বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক কাগজই কমবেশি একই কথার প্রতিধ্বনি করেছে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য, গত মঙ্গলবার (১৫ জুন) কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ। যেখানে বলা হয়েছে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে বুয়েট খুলতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাংচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্ররা গত সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অব রেসিডেন্স এ্যান্ড ডিসিপ্লিন'-এর কাছে কারণ দর্শাও নোটিসের জবাব দিতে শুরু করেছে। মোট ২৮০ ছাত্রকে এই কারণ দর্শাও নোটিস দেয়া হয়েছে।

ভাংচুরের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি ৪০ জনকে নিশ্চিতভাবে জড়িত করে, সন্দেহভাজন হিসাবে, ৫৬ জনকে এবং মিছিলে যোগদান ও ঘটনার উস্কানি দেয়ার অভিযোগে আরও ১৮৪ ছাত্রকে কারণ দর্শাও নোটিস দিয়েছে। এদের মধ্যে ইউকসুর নির্বাচিত ভিপি-জিএসসহ ৭ জন, দু'টি হলের ভিপি-জিএসসহ বিভিন্ন হলের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্র রয়েছে। ইতোমধ্যে বুয়েট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ কর্তৃপক্ষের তদন্ত কমিটিকে একপেশে অভিহিত করে আবার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির দাবি জানিয়েছে। এই ইস্যুতে তারা প্রতিদিনই টিএসসি চত্বরে মিটিং করছে। এসব ঘটনা হিসাবের মধ্যে ধরলে আঁচ করা যায় যে, বুয়েটে শান্তি প্রতিষ্ঠায় হয়ত আরও অনেকদিন সময় লাগবে।

কিন্তু ঢাকা শহরের বাইরে জেলা ও মফস্বলের যেসব মেধাবী ছেলেমেয়ে বুয়েটে পড়াশোনা করে তাদের এসব ঘটনায় লেখাপড়ার পাশাপাশি গুরুতর আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারণ হঠাৎ করে যেদিন হল বন্ধের নোটিস দিয়ে বোর্ডারদের হলসমূহ ত্যাগ করতে বলা হলো, তখন বহু ছাত্রছাত্রীকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। কারণ সকলের তো ঢাকায় থাকার মতো আত্মীয়-স্বজনের বাসা নেই। এতকাল পরে তাদের অভিভাবকরা অচিরেই বুয়েট খুলবে খবরটি পাঠ করে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না কিভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও ডিসিপ্লিন কমিটি এই সমস্যার সমাধান করবে। এদিকে কোন কোন সংবাদপত্র লিখেছে, বুয়েট খোলার ব্যাপারে শিক্ষকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এক ভাগ চাচ্ছে বোর্ডের কাজ শেষ হওয়ার পরে বুয়েট খুলে দিয়ে ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া দেখতে। আরেক ভাগ চাচ্ছে অভিযুক্ত ছাত্রদের শাস্তি দিয়ে তা কার্যকর হওয়ার পরে বুয়েট খুলতে। এরই মধ্যে আরেকটি উদ্বেগজনক খবর পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৮৬ ছাত্রসহ ১৫০ জনের ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি যে তদন্ত রিপোর্ট দিয়েছে তাতে অভিযুক্ত হিসাবে ভাংচুরের সময় ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত কিছু ছাত্রের নাম নাকি রয়েছে। আরও নানাবিধ স্পর্শকাতর বিষয়ের উল্লেখ করেছে ছাত্ররা। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মণ্ডল দৈনিক ভোরের কাগজকে বলেছেন, 'এ ধরনের ঘটনা ঘটতেও পারে। তবে চেয়ারম্যান হলেও আমার ক্ষমতা একজন সাধারণ সদস্যের মতোই।'

এ তো দেখছি এখন 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে' জাতীয় ঘটনায় রূপ নিচ্ছে বুয়েট ইস্যুটি। এক্ষেত্রে বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ ব্যাপারে নমনীয় এবং সকল পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য একটা ফর্মুলা বের করার আবেদন জানালে কেমন হয়? চ্যান্সেলর যদি এ ব্যাপারে একটি ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহলে হয়ত বুয়েটে শান্তি ফিরে আসতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিকেও খুলে দেয়া যেতে পারে। ঘটনা যত জটিলই হোক না কেন ছাত্রছাত্রীরা তো আমাদেরই ভাইবোনের মতো। ভুল তাদের একজনই করেছিল। পরবর্তীতে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক চরম ভাংচুরের ঘটনা ঘটে যায়। বুয়েট বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও মনে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আবেদন জানাই, আপনারা সবাই মিলে উপাচার্য অধ্যাপক নূরুদ্দিন আহমেদকে বুয়েট চ্যান্সেলরের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দিয়ে একটি নমনীয় সিদ্ধান্তে আসার পথকে সম্ভব করুন। এখানে শিক্ষকদের মনোবেদনার কারণটির প্রতি সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করেই আমরা আবেদন জানাই, সারা দেশে এবং বহির্বিশ্বেও নন্দিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে দিতে পারলে ছাত্ররা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং ধাপে ধাপে সকল রেষারেষি বন্ধ করে ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক আবার হয়ত ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে সমাজে প্রভাবশালী অভিভাবক/অভিভাবিকারাও হয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

শত দুর্যোগের মধ্যেও আজ যখন দেশে ক্রমশ একটি সহনশীল রাজনৈতিক আবহাওয়া বিরাজ করতে চলেছে, তখন বুয়েটের দরজা খোলায় সবাই খুশি হবে। সমস্যাটি খুবই জটিল। কিন্তু কথায় বলে, পৃথিবীতে যত সমস্যা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সমাধানের পথ। আর তাইতো মানব সভ্যতা ওঠানামার মধ্য দিয়েই সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে। আমরা কি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকব?